10) সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তার নীতি আলোচনা করো।

Or,

সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সাম্রাজ্য বিজয় নীতির প্রকৃতি আলোচনা কর,

Or,

সমুদ্রগুপ্তের উঃ ভারত ও দঃ ভারত বিজয়ের নীতিগত পার্থক্য লেখ।

→ ভারত ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক গৌরবময় যুগের সূচনা করে। সামরিক প্রতিভাবলে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রবীন সাম্রাজ্য বিজেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। হরি সেনের লেখা এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভের কিছুদিন পরে তিনি দিক্‌বিজয়ের সূচনা করেন। যুদ্ধ জয়ের জন্য সমুদ্রগুপ্তকে শত যুদ্ধের নায়ক আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। তিনি এ একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অধিপতিতে পরিণত হন। তার দিক্‌বিজয়ের নীতির জন্য ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাকে ভারতীয় নেপোলিয়ন বলে অভিহিত করেন। বস্তুত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও কনিষ্কের পর এত বড়ো সাম্রাজ্য বিজয়ী ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়নি। যদিও রোমিলা থাপার এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষন করেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের বিবরণী জানতে বিশেষভাবে সাহায্য করে সমুদ্রগুপ্তেরই সভাকবি হরি সেন রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি। তাছাড়া মধ্যপ্রদেশের এরাণ লিপি, সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা এছাড়াও চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েনের বর্ণনা থেকেও সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্কে নানান তথ্য জানা যায়।

রাজ্যবিস্তার নীতি :-

সমুদ্রগুপ্ত যে অঞ্চলগুলি জয় করেন তিনি তা সব নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। বরং এক একটি রাজ্যের জন্য পৃথক নীতি গ্রহন করেছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তির ১৩-১৪ ও ২১-২২ পঙ্‌ক্তিতে রাজার নামের তালিকা পাওয়া যায়, এই অঞ্চলগুলির তিনি জয় করে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেন। ১৯-২০ তম পঙ্‌ক্তিতে দাক্ষিণাত্যের ১২ জন রাজা ও তাদের রাজ্যের নাম পাওয়া যায়, এদের প্রথমে পরাজিত করে তারপরে সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। এছাড়াও পাঁচটি প্রত্যন্ত ও নয়টি উপজাতীয় রাজ্য জয় করে, এদেরকে প্রজাতন্ত্রের পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করেন। হরি সেনের বর্ণনা থেকে আরও পাওয়া যায় সিংহল ও কয়েকটি দ্বীপবাসি অঞ্চঃ জয় করেন এবং তাদেরকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

সমুদ্রগুপ্ত প্রথমে উত্তর ভারত বা আর্যাবর্ত বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। এলাহাবাদ প্রশস্তির 'সয়োদশ ছত্রে আছে

সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের নয় জন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি দিকবিজয়ের নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই নয়টি বিজিত রাজ্যের রাজা হলেন — নাগদত্ত, গণপতি নাগ, বলবর্মন, মতিল, নাগসেন, অচ্যুত নাগ, চন্দ্রবর্মন, নাগিন ও রুদ্রদেব। তবে এসব রাজারা উত্তর ভারতে সঠিক কোন কোন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য।

এরপর সমুদ্রগুপ্ত মধ্য ভারতের বেশ কয়েকটি জঙ্গল অধিপতি বা আটোবিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং তাদের পরাজিত করেন। মনে করা হয় আর্যাবর্ত থেকে দক্ষিণে যাবার পথকে বাধামুক্ত করার জন্য সমুদ্রগুপ্ত এ রাজ্য জয় করেন। বাঘেলখন্ড লিপি থেকে জানা যায় জঙ্গল অধিপতি হস্তিন ও আরও ১৮ জন জঙ্গলরাজ সমুদ্রগুপ্তের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের মধ্যে অন্যতম হল দক্ষিণ ভারত জয়। তাঁর সভাকবি হরিষেন রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তির ১৪ নং পঙ্‌ক্তিতে তাঁর দক্ষিণ ভারত জয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারত জয়ের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ, মোক্ষ, অনুগ্রহ নীতি গ্রহণ করেন। এর অর্থ হল গ্রহণ অর্থাৎ বলপূর্বক শত্রুকে বন্দি করা এবং মোক্ষ অর্থাৎ শত্রুকে পরাজিত করা আর অনুগ্রহ অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার করে তারপর মুক্তিদান। বারোজন রাজ্যের রাজার প্রতি এই নীতি গ্রহণ করা হয়। এই রাজ্যগুলি জয় করে তিনি ফিরিয়ে দেন কিন্তু রাজ্যগুলি তার সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলে। এখান থেকে তিনি যে সম্পদ পেয়েছিলেন তা দিয়ে তিনি এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করেন। যা তাঁর ঐক্যবদ্ধ ও সার্বভৌম শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমুদ্রগুপ্ত এরপর সীমান্তঘেঁষা ৫টি প্রত্যন্ত রাজ্য জয় করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রগুপ্তের সাফল্যে ভীত হয়ে তারা বশ্যতা স্বীকার করেন। এগুলি হল — নেপাল, কর্তৃপুর, সমতট, ডবক ও কামরূপ। এরপর সমুদ্রগুপ্তের কাছে আরও ৯টি প্রজাতান্ত্রিক উপজাতীয় রাজ্যের রাজারাও আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই রাজ্যগুলি ছিল মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্র, আভীর, আর্জুন, সানকানিক, কাক ও খর্পরিক।